

❏ রিয়াযুস স্বা-লিহীন (রিয়াদুস সালাহীন)

হাদিস নাম্বারঃ ১১৮৩ [আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ১১৭৫]

৮/ বিভিন্ন নেক আমলের ফযীলত প্রসঙ্গে (كتاب الفضائل)

পরিচ্ছেদঃ ২১২: রাতে উঠে (তাহজ্জুদ) নামায পড়ার ফযীলত

(212) بَابُ فَضْلِ قِيَامِ اللَّيْلِ

আরবী

وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَافْتَتَحَ الْبَقْرَةَ، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ عِنْدَ الْمَنَةِ، ثُمَّ مَضَى، فَقُلْتُ: يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ فَمَضَى، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ بِهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا، يَقْرَأُ مُتْرَسِلًا: إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَجَعَلَ يَقُولُ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ» فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ، ثُمَّ قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ» ثُمَّ قَامَ طَوِيلًا قَرِيبًا مِمَّا رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ، فَقَالَ: «سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى» فَكَانَ سَجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ. رواه مسلم.

বাংলা

১৭/১১৮৩। হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে এক রাতে নামায পড়লাম। তিনি সূরা বাকারাহ আরম্ভ করলেন। আমি (মনে মনে) বললাম, 'একশত আয়াতের মাথায় তিনি রুকু করবেন।' (কিন্তু) তিনি তারপরও কিরাত চালু রাখলেন। আমি (মনে মনে) বললাম, 'তিনি এরই দ্বারা (সূরা শেষ করে) রুকু করবেন।' কিন্তু তিনি সূরা নিসা পড়তে আরম্ভ করলেন এবং সম্পূর্ণ পড়লেন। তারপর তিনি সূরা আলে ইমরান আরম্ভ করলেন এবং সম্পূর্ণ করলেন। তিনি স্পষ্ট ও ধীরে ধীরে তেলাওয়াত করতেন।

যখন এমন আয়াত আসত, যাতে তাসবীহ পাঠ করার উল্লেখ আছে, তখন (আল্লাহর) তাসবীহ পাঠ করতেন। যখন কোন প্রার্থনা সম্বলিত আয়াত অতিক্রম করতেন, তখন তিনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতেন। যখন কোন আশ্রয় প্রার্থনার আয়াত অতিক্রম করতেন, তখন তিনি আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। (অতঃপর) তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রুকু করলেন। সুতরাং তিনি রুকুতে 'সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম' পড়তে আরম্ভ করলেন। আর তাঁর রুকু ও কিয়াম (দাঁড়িয়ে কিরাত পড়া অবস্থা) এক সমান ছিল। তারপর তিনি রুকু থেকে মাথা তুলে 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ, রাব্বানা অলাকাল হামদ' (অর্থাৎ আল্লাহ সেই ব্যক্তির প্রশংসা শুনলেন, যে তা তাঁর জন্য করল।

হে আমাদের পালনকর্তা তোমার সমস্ত প্রশংসা) পড়লেন।

অতঃপর বেশ কিছুক্ষণ (কওয়ায়) দাঁড়িয়ে থাকলেন রুকুর কাছাকাছি সময় জুড়ে। তারপর সেজদা করলেন এবং তাতে তিনি পড়লেন, 'সুবহানাল্লা রাব্বিয়াল আ'লা' (অর্থাৎ আমার মহান প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করছি)। আর তাঁর সেজদা দীর্ঘ ছিল তার কিয়াম (দাঁড়িয়ে কিরাত পড়া অবস্থা)র কাছাকাছি। (মুসলিম) [1]

English

(212) Chapter: Excellence of Standing in Prayer at Night

Hudhaifah (May Allah be pleased with him) reported:

I performed Salat with the Prophet (ﷺ) one night, and he started reciting Surat Al- Baqarah. I thought that he would go in Ruku' (bowing posture in Salat) at the end of one hundred Ayat, but he continued (reciting); and I thought that he would perhaps recite (this Surah) in the whole Rak'ah (prayer), but he continued the recitation; I thought he would perhaps bow on completing (this Surah). He (ﷺ) then started reciting Surat An-Nisa' which he followed with Surat Al-Imran. He recited leisurely. When he recited an Ayah which mentioned the tasbeeh, he would say Subhan Allah and when he recited the Ayah which tells how the Rubb is to be asked, the Messenger of Allah (ﷺ) would then ask from Him; and when he (ﷺ) recited an Ayah asking one to seek Protection Allah, he would seek Protection of Allah. Then he bowed and said, "Subhana Rabbiyal-Azim (My Rubb the Great is free from imperfection)"; his bowing lasted about the same length of time as his standing, (and then on returning to the standing posture after Ruku') he would say, "Sami' Allahu liman hamidah, Rabbana lakal-hamd (Allah listens to him who praises Him. Praise be to You, Our Rubb!)," and he would then stand about the same length of time as he had spent in bowing. He would then prostrate himself and say, "Subhana Rabbiyal-A'la (My Rubb the Supreme is free from imperfection)," and his prostration lasted nearly the same length of time as his standing (Qiyam).

[Muslim].

Commentary: This Hadith has already been mentioned. In his commentary on Sahih Muslim, Imam An-Nawawi has interpreted the words (occurring in this Hadith) as "I thought he would perhaps recite in the whole Rak`ah." Here Rak`ah means complete Salat (two Rak`ah). This interpretation is necessary for the reason that in its absence, the meanings of the next sentence go wrong. Due to this reason, we have kept these meanings in view in our translation. In any case, it furnishes justification for the

desirability of long Qiyam (standing in Salat), the desirability of congregation in Nafl Salat, and the maintenance of the correct sequence in the recitation of the Surah of the Qur'an in prayers, which is not accepted by many people.

ফুটনোট

[1] মুসলিম ৭৭২, তিরমিযী ২৬২, নাসায়ী ১০০৮, ১০০৯, ১০৪৬, ১০৬৯, ১১৩৩, ১১৪৫, ১৬৬৪, ১৬৬৫, আবু দাউদ ৮৭১, ৮৭৪, ইবনু মাজাহ ৮৮৮, ৮৯৭, ১৩৫১, আহমাদ ২২৯৭৯, ২২৭৫০, ২২৭৮৯, ২২৮০০, ২২৮৩৩, ২২৮৫৪, ২২৮৫৮, ২২৫৬৬, ২২৮৯০, ২২৯০২, দারেমী ১৩০৬

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন □ বর্ণনাকারীঃ ছায়াফাহ ইবন আল-ইয়ামান (রাঃ)

🔗 Link — <https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=26073>

📖 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন